25

তারিখ 01 NOV 1996
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

দৈনিক সংবাদ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ঃ ক্যাম্পাসের হাল

মন্তব্য ঃ এখানে ভর্তি হওয়াই বড় পাপ

প্রত্যয় জসীম চট্টগ্রাম থেকে ফিরে ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে হলে মেতায়েন রয়েছে শিবিরের সিরাজুস সালেহীন নামক কট্টরপন্থী গ্রুপ। এমন কোনো নৃশংস সন্ত্রাস নেই যা সিরাজুস সালেহীন বাহিনীর জানার বাইরে। ভয়াবহতা আর নির্মমতায় এরা হিটলারের নাৎসী বাহিনীকেও হার মানায়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সিরাজুস সালেহীন নামক তালেবানদের মূল ঘাঁটি এফ রহমান হল ও আলাওল হল। এছাড়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সবকটি হলে এদের গ্রুপ রয়েছে। এদের বিভিন্ন ট্রেনিং দেয়া হয়। খুব ভোরে বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে এবং পাহাড়ী গভীর অরণ্যে এদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সিরাজুস সালেহীন বাহিনীর ভয়ে হলের ছেলেরা সারাক্ষণ সন্ত্রস্ত থাকে। হলে কোন রুমে পোস্টার লাগানো নিষেধ। গত পনেরই আগস্ট রাতে মোজাম্মেল কটেজে (ক্যাম্পাস সংলগ্ন ভাড়া ছাত্রাবাস) এসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ছবি ছিঁড়ে ফেলে। এবং ছবি লাগানোর অপরাধে ছাত্রদের মারধর করে এবং বলে যায় এ ক্যাম্পাসে কেবল গোলাম আযমের ছবি থাকবে। এরা দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব সেক্যুলার ও বাম ছাত্রনেতাদের হত্যা ও পঙ্গু করে দেয়ার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এ পর্যায়ে তারা ছাত্রমৈত্রী নেতা ফারুকুজ্জামান ফারুককে ইট দিয়ে মাথা থেঁতলে দেয়। গুলিবিদ্ধ অসহায় ফারুকের আর্তচিৎকারে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের বাতাস ভারি হয়ে যায় সেদিন। ২৪শে ডিসেম্বর ৯০ ফারুক মারা যায়। হলে হলে ভোর বেলা ফজরের আজানের পর এরা 'সালাত' 'সালাত' বলে চিৎকার করতে থাকে। ছাত্ররা না জাগলে দরজায় লাথি মারে। দাড়ি রাখা, নামাজ পড়া, হল গেটে পাহারা দেয়া, এসব কাজে বাধ্য করা হয় নিরীহ ছাত্রদের।

শিবিরের অত্যাচারে সাধারণ ছাত্ররা এখন আর হলে থাকে না। শহরে ভাড়া করা বাড়িতে থাকে অথবা কটেজে থাকে। সিরাজুস সালেহীন বাহিনীর সদস্যরা টিভি দেখে না। টিভি দেখা নাকি হারাম। অবশ্য মাঝে মাঝে খবর দেখে। হলের ছাত্রদের অনেক সময় নাটক পর্যন্ত দেখতে দেয়া হয় না। এ সিরাজুস সালেহীন বাহিনীর জঙ্গী সদস্যরা কিছু দিন আগে 'বিশ্ববিদ্যালয় ফরেস্ট্রি হোস্টেলে হামলা চালিয়ে ডিস এন্টেনা এবং টিভি ভেঙে ফেলে। ফরেস্ট্রিতে বেশ কিছু বিদেশী ছাত্র থাকাতে পরে তা লাগানো হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাসসমূহে ছাত্ররা হাফপ্যান্ট পরে থাকে, বিশেষ করে রাতে ঘুমানোর সময়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সেটা অসম্ভব। হাফপ্যান্ট পরলে নাকি 'ফরজ তরক' হয়, সুতরাং হাফপ্যান্ট পরা যাবে না। চট্টগ্রামের কক্সবাজার, উখিয়া ও রামুতে সিরাজুস সালেহীন বাহিনীর গোপন ট্রেনিং সেন্টার রয়েছে বলে জানা গেছে। মধ্যপ্রাচ্যের কট্টরপন্থী মৌলবাদী দুটি দেশ থেকে সিরাজুস সালেহীন বাহিনীর দু'টি বিশেষ দল সন্ত্রাসের ট্রেনিং নিয়ে এসেছে বলে জানা যায়। এদের সন্ত্রাসের ধরন পরিকল্পিত হামলা প্রমাণ করে এদের ব্যাপক ট্রেনিং রয়েছে। মৌলবাদ মনস্কতা, বিজ্ঞান ও যুক্তিবিরোধী, অতীত অচল অন্ধবিশ্বাসের প্রবল ধারক বাহক এই সিরাজুস সালেহীন বাহিনী তালেবান স্টাইলে বিপ্লব ঘটানোর স্বপ্ন দেখছে।

সাংস্কৃতিক তৎপরতা বন্ধ ঃ দেশের দক্ষিণাঞ্চলের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়টি আজ সংস্কৃতিবিমুখ মৌলবাদী শক্তির হাতে জিম্মি হয়ে আছে। সেশনজট নীরব সন্ত্রাসে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্বে ভুগছে। যে বিশ্ববিদ্যালয়টি হতে পারতো এ অঞ্চলের শিক্ষা সংস্কৃতি মুক্ত চিন্তা মুক্তবুদ্ধির চর্চা আর অসাম্প্রদায়িকতার মূল কেন্দ্র, দুর্ভাগ্যজনক বাস্তবতা হচ্ছে অন্যরকম।

চাকসুর অকার্যকর ভূমিকা সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্বের জন্য দায়ী। ক্যাম্পাসের একমাত্র মিলনায়তন— মোজাম্মেল মিলনায়তন। পাঁচ বছর ধরে এটি তালা মারা। ভেতরে সব আসবাব চেয়ার, মঞ্চ নষ্ট হয়ে গেছে। পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে বিশাল মিলনায়তনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রাণবিন্দু হতে পারতো তা হয়নি। বর্তমানে মিলনায়তনে পুলিশ থাকে। মিলনায়তন এখন পুলিশের আস্তানায় পরিণত হয়েছে। ত্রিশ বছরেও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে টিএসসি গড়ে উঠেনি। টিএসসি'র অভাবে ছাত্রছাত্রী তথা শিক্ষকদের মাঝে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠছে না। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের। ছাত্রছাত্রীদের দাবি চট্টগ্রাম শহরে টিএসসি নির্মাণ করলে ছাত্রছাত্রীদের সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদালয়কে একটি পার্ট টাইম বিশ্ববিদ্যালয় বলা যায়। দুপুর একটার পর ক্যাম্পাস হয়ে যায় ফাঁকা। ফরেস্ট্রি আর বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষার্থী ব্যতীত অন্যরা শহরে চলে যায়। ফলে ক্যাম্পাসে সংস্কৃতি চর্চার কোন আবহ গড়ে উঠেনি।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত ছাত্রছাত্রী প্রায় চৌদ্দ হাজার কিন্তু সেশনজটের কারণে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় বিশ হাজারের কাছাকাছি। ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিক সমস্যা প্রকট। শিবিরের নির্যাতনের ভয়ে ছাত্ররা অনেকেই হলে থাকতে সাহস করে না। আর হলে থাকতে হলে শিবির করতে বাধ্য করা হয়। তাই বাধ্য হয়ে ছাত্ররা শহরে বাসা ভাড়া করে থাকে আর অন্যরা ক্যাম্পাস সংলগ্ন কটেজ ভাড়া করে থাকে। কটেজগুলোর মালিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মচারী কর্মকর্তারাই মূলত। এসব কটেজে প্রায়ই চুরি হয়, কটেজে বিদ্যুৎ থাকে না, এক চরম নিরাপত্তাহীনতার মাঝেও সংগ্রাম করে টিকে থাকে ছাত্ররা। কটেজে একটাই সুবিধা একটু স্বাধীন ও নিজস্বভাবে থাকা যায়। কটেজগুলোর অবস্থা নড়ে বড়ে হলেও কটেজগুলোর নাম খুব সুন্দর যেমন, হোয়াইট হাউস, ড্রিমল্যান্ড, ক্ষণিকা, নিঝুমনিশি, কনীনিকা, কর্ণফুলী ইত্যাদি। এসব কটেজে মাঝে মাঝে রাতে সাপের উপদ্রব হয়। শংকিত থাকে ছাত্ররা সাপের ভয়ে। কটেজের ছোট ছোট রুমে ভাড়াও খুব বেশি। ২০০ থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত ভাড়া দিতে হয় এক একটি রুমের জন্য। বেশি ভাড়া হলেও ছাত্ররা ক্যাম্পাস সংলগ্ন কটেজেই থাকতে চায় বেশি কারণ চট্টগ্রাম শহর থেকে ক্যাম্পাসে আসতে প্রায় দু'ঘন্টা সময় ব্যয় হয় আর বাসে ট্রেনে যাতায়াতের ঝক্কি ঝামেলাতো আছেই।

নবীন-বরণের সময় শিবির কর্মীরা কটেজের ছাত্রদের কাছ থেকে একশ' টাকা করে চাঁদা আদায় করে। ছাত্ররা অনেকে চাঁদা দেয়ার ইচ্ছা না থাকলেও শিবিরের ভয়ে চাঁদা দিতে বাধ্য হয়। কটেজের ছাত্ররা রাজনীতির সাথে জড়িত থাকে না। অথচ শিবির কোন গন্ডগোল হলে কটেজে হামলা চালায় সাধারণ ছাত্রদের মারধর করে, নির্যাতন করে, অনেক সময় কটেজ জ্বালিয়ে দেয় ভাড়া করা কটেজে থেকেও ছাত্ররা শান্তিতে নেই, স্বস্তিতে নেই। ক্ষণিকা কটেজের একজন ছাত্র আক্ষেপ করে বললেন— এ বিশ্ববিদালয়ে ভর্তি হয়ে জীবনে সবচেয়ে বড় পাপ করেছি।"